॥ প্রথম অধ্যায় ॥

॥ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর ছোটগল্পের উৎস সন্ধান ॥

॥ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনের মুখ্য ঘটনাপঞ্জী ॥

সাল । তারিখ	অবস্থান	ঘটনাপঞ্জী
১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার বাংলা ১৩২৫ সালের ২৩ শে মাঘ ।	দিনাজপুর জেলার বালিয়াডিঙি গ্রাম	ছোটগল্পকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় জন্ম গ্রহন করেন । পিতা- প্রমথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, মাতা — গোলাপবাসিনী ।
এ বিষয়ে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নিজেই বলেছেন, ' ১৩২৫ সালে উত্তরবঙ্গের দিনাজপুরের বালিয়াডিঙিতে আমার জন্ম ।' [৬]	(আদি নিবাস বরিশাল জেলার নলচিরা গ্রাম)	স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কাগজপত্রে তাঁর নাম তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নামেই পরিচিত হয়েছিলেন । তাছাড়া 'স্বর্ণলতা', উপন্যাসের রচয়িতা তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তখন বাংলা সাহিত্যের সুপ্রতিষ্ঠিত লেখক । সম্ভবতঃ এই কারণেই তিনি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নামেই সাহিত্য রচনা করেন । তাঁর ছোটবেলার ডাকনাম ছিল নানু ।
তিনি বলেছেন, 'আমি বাবা মার অষ্টম গর্ভের সন্তান । সরস্বতী পুজোর পরদিন আমার জন্ম ।' [৭]		

৬. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : সমগ্র কিশোর সাহিত্য - ৪, ছোটবেলার স্মৃতি(আত্মজীবনী)- ১ম সংস্করণ, ১৯৮৭, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃলিঃ, পৃ.১২৯

৭. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : সমগ্র কিশোর সাহিত্য-৪, ছোটবেলার স্মৃতি(আত্মজীবনী) - ১ম সংস্করণ, ১৯৮৭, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, পৃষ্ঠা -১৩৪

(১৩২৫ সালে সরস্বতী পুজো ২২শে মাঘ, ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারী, বুধবার। সুতরাং সরস্বতী পুজোর পরদিন অর্থাৎ ১৩২৫ সালের ২৩ শে মাঘ, ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার তাঁর জন্ম হয়েছে । ১৩২৫ বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা, পৃষ্ঠা ৩৬৯ থেকে সরস্বতী পুজোর তারিখ ও বার প্রাপ্ত হয়েছি।)

সাল । তারিখ	অবস্থান	ঘটনাপঞ্জী
১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ বাংলা ১৩২৯ সাল	দিনাজপুরে বালিয়াডাঙ্গি বাড়ি । (আত্রাই নদীর ধারে এই বাড়ি অবস্থিত)	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মেজদা গোপাল (শেখর গঙ্গোপাধ্যায়) এর সাথে তাঁর হাতে খড়ি হয়েছিল সরস্বতীপুজোর দিন । এই প্রসঙ্গে ছোটবেলার স্মৃতি (আত্মজীবনী) নামক ক্ষুদ্র রচনায় তিনি বলেছেন —" মনে পড়ে সেই দিনটির কথা যে দিন আমাদের হাতে খড়ি হলো... সরস্বতী পুজোর দিন মেজদার হাতে খড়ি হবে । হাতে খড়ি হলেই মেজদা স্কুলে যাবে । আর আমি থাকবো পড়ে । সকাল থেকে আমি কান্না জুড়ে দিলাম , 'ওরে আমারও হাতে পায়ে খড়ি দিয়ে দাও আমি মেজদার সঙ্গে স্কুলে যাব ।' আমার টানা চিৎকার আর কান্নায় বাবা বিরক্ত হয়ে গেলেন । রেগে মেগে বললেন ; এখন স্কুলে যাবার জন্য কাঁদছিস পরে না যাবার জন্যে কাঁদবি । দাও গোপালের সঙ্গে নারুর ও হাতেখড়ি । ও - ও যাক মেজদার সঙ্গে স্কুলে ।"[৮] হাতে খড়ির পর বাবা তাঁকে স্কুলে ভর্তি করে দিলেন ।
১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দ- ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দ বাংলা ১৩৩৩ - ১৩৩৪	বালিয়াডাঙ্গির বাড়ী থেকে বেলুড়, বেলুড় থেকে বালিয়াডাঙ্গির বাড়ি	১৯২৬ সালে দিনাজপুরের বালিয়াডাঙ্গির বাড়িতেই তাঁর মাতৃবিয়োগ হয় , এরপরই তাঁর বাবা তাঁকে কিছু দিনের জন্য বেলুড়ে রেখে আসেন । কারণ ছোটবেলায় দিনাজপুরেই ম্যালেরিয়া আর পেটের অসুখে ভুগে ভুগে তাঁর পেটে হয় পিলে, দেহ হয় কঙ্কালসার । স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি বলেন , ' তখন বেলুড় ভারি সুন্দর ছিল । পাশে গঙ্গা - স্বামীজীরা বললেন , গঙ্গার হাওয়া বাতাসে ওর শরীর তাড়াতাড়ি ফিরে যাবে ।

৮। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় , সমগ্র কিশোর সাহিত্য -৪ , ছোটবেলার স্মৃতি (আত্মজীবনী) ১ম সংস্করণ , ১৯৮৭, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, পৃষ্ঠা - ১৩০

সাল। তারিখ	অবস্থান	ঘটনাপঞ্জী
		আমি ওখানে সবার যে স্নেহ ভালবাসা পেয়েছি তার তুলনা নেই - শিবানন্দ স্বামীজী মহাপুরুষ মহারাজ নামে যিনি খ্যাত, তাঁর আশীর্বাদ আর স্নেহচ্ছায়ায় আমি খুব তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে উঠলাম। ... ওখান থেকেই আমার ম্যালেরিয়া পালিয়েছিল। আমি আরও সুন্দর স্বাস্থ্যলাভ করলাম ওখান থেকেই। বাড়ী ফিরে এলাম। বাড়ী ফিরে আবার সেই নিঃসঙ্গ নিরালায় সাহিত্য সাধনা চলতে লাগলো।"[১]
১৯২৮ খ্রীস্টাব্দ বাংলা ১৩৩৫ সাল	পাহাড়পুরের বাড়ি	বাংলা ১৩৩৫ সালে 'ঘাস পয়লা' পত্রিকার [illegible] সংখ্যায় তাঁর রচিত প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়ে[ছিল]। কবিতাটির নাম ছিল ' ভোর'। তখন পত্রি[কার] সম্পাদক ছিলেন ক্ষিতীশ ভট্টাচার্য ও অখি[ল] নিয়োগী। কবিতাটি লিখে তিনি ছোটদের বিভাগে পুরস্কার পেয়েছিলেন। এই সময়ে তিনি দিনাজপুর মিউনিসিপ্যাল এম.ই.স্কুলের ছাত্র।
১৯৩৩ খ্রীঃ বাংলা ১৩৪০ সাল	দিনাজপুর	দিনাজপুর জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। এই বছরই তিনি আই. এ. পড়বার উদ্দেশ্যে ভর্তি হলেন ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজে। সেখানে নরেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর সহপাঠী ছিলেন।

১। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সমগ্র কিশোর সাহিত্য (৪), ছোটবেলার স্মৃতি (আত্মজীবনী) ১ম সংস্করণ, ১৯৮৭, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা - ১০২

সাল । তারিখ	অবস্থান	ঘটনাপঞ্জী
১৯৩৪ খ্রীঃ - ১৯৩৫ খ্রীঃ বাংলা-১৩৪১	ফরিদপুর	ফরিদপুরের রাজেন্দ্র কলেজে তিনি আই. এ. পড়েন। তাঁর মেজদা শেখর গাঙ্গুলি, (গোপাল) ও এই কলেজেরই ছাত্র ছিলেন। তরুণ শেখর গাঙ্গুলী ছিলেন অগ্নিযুগের বিপ্লবী আন্দোলনের গোপন পথিক। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন ও বিপ্লবী কার্যকলাপের সাথে জড়িয়ে পড়েন। মেজদার পেছনে পুলিশ লাগে। ফলে তিনিও পুলিশের কাছে সন্দেহের কারণ হয়ে উঠলেন। এই কলেজে পড়বার সময় তিনি অনেক বিপ্লবধর্মী কবিতা লেখেন। লেখেন কিছু কিছু গল্পও। তিনি নিজেই তাঁর গল্প রচনা সম্পর্কে বলেছেন - "ফরিদপুরে থাকবার সময়ে কিছু কিছু গল্প চর্চা করেছিলাম, কিন্তু সেগুলো নিতান্তই গণ্ডীবদ্ধ শৃঙ্খলিত দেশমাতা সম্পর্কে জ্বালাময়ী রচনা।"[10] ১৯৩৪ সালেই তাঁর কবিতা প্রথম 'দেশ' পত্রিকায় ছাপা হয়ে বের হয়। কবিতার নাম 'অবরুদ্ধ'। এ প্রসঙ্গে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়-এর মৃত্যুর পর ১৪ই নভেম্বর শনিবার ১৯৭০ সালের 'দেশ' পত্রিকায় বলা হয়েছে, "আজ থেকে ছত্রিশ সাঁইত্রিশ বছর আগে 'দেশ' পত্রিকার একেবারে গোড়ায় ১৯৩৪ সালে ৩রা নভেম্বর তারিখে নারায়ণ বাবুর প্রথম কবিতা 'অবরুদ্ধ' প্রকাশিত হয়। সেইটেই যতদূর জানি তাঁর মুদ্রিত প্রথম কবিতা।"[11] বিপ্লবী কার্যকলাপের

১০। জ্যোতিপ্রসাদ বসু : গল্পলেখার গল্প: প্রথম সংস্করণ, ১৩৫৫ বেঙ্গল পাবলিশার্স, পৃঃ১১৪

১১। অশোক কুমার সরকার (সম্পাদক): দেশ, সংখ্যা ২ - ৩৮ বর্ষ, ২৮ শে কার্তিক, ১৩৭৭, পৃষ্ঠা - ১১৯

সাল । তারিখ	অবস্থান	ঘটনাপঞ্জী
		সঙ্গে যুক্ত। এই সন্দেহে তাঁর উপর পুলিশের দৃষ্টি পড়ে বলে তিনি চলে এলেন বরিশালে। উঠলেন বরিশাল শহরে তাঁর জামাইবাবু শরৎ ব্যানার্জীর কলেজ রোডের আশুতোষ ভবনের বাড়িতে। সেই সময়ে শরৎ ব্যানার্জী তাঁকে সাহিত্য রচনায় নানা ভাবে উৎসাহিত করেছিলেন। ভদ্রনাথ দারোগাকে বলে তাঁর পড়াশুনার যাতে ব্যাঘাত না ঘটে সেই ব্যবস্থাও করা হয়েছিল।
১৯৩৫ খ্রীঃ-১৯৩৬ বাংলা ১৩৪২	বরিশাল	তিনি বরিশালের ব্রজমোহন কলেজ থেকে নন-কলিজিয়েট স্টুডেন্ট হিসেবে ১৯৩৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আই.এ. পরীক্ষা দিলেন। এই বৎসরের মে মাসে তাঁর পরীক্ষার ফল ঘোষিত হয় এবং তিনি প্রথম বিভাগে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। কবি জীবনানন্দ দাশ তখন ব্রজমোহন কলেজে অধ্যাপনা করছেন। এই সময়ে তিনি দেশ পত্রিকার সহঃ সম্পাদক পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে চিঠি পত্রে যোগাযোগ করেছেন। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছেন, "আমি তখন 'দেশ' পত্রিকায়। বরিশাল থেকে একটি কলেজের ছাত্র নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নামে পরপর দু'টি কবিতা পাঠিয়েছে প্রকাশের জন্য।"[১২]

১২। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় : নারাণ, কালি ও কলম, চতুর্থ সংখ্যা, চতুর্থ বর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩৭৭, পৃষ্ঠা - ৪৬০

সাল ।তারিখ	অবস্থান	ঘটনাপঞ্জী
		তিনি তাঁর (নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের) তার পাঁচটি কবিতা দেশ পত্রিকায় প্রকাশ করলেন এবং তাঁকে গল্প লিখতে উৎসাহিত করলেন। লেখক নিজেই তাঁর স্মৃতিচারণা বলছেন, "ব্রজমোহন কলেজে থার্ড ইয়ার এ. পড়ি তখন দেশ গল্প চেয়ে চিঠি দিল।"[১৩] ফলে তিনি গল্প লিখে পাঠালেন। এই প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলছেন-' মনটা ছিল তখন প্রচণ্ড রোমান্টিক ধরনের কারণ বয়স তখন সতেরো কি আঠারো। দেশের পাতায় বেরোল' 'নিশীথের মায়া' কেন।'[১৪] দেশ পত্রিকায় এই গল্পটিই তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্প।
১৯৩৬ খ্রীঃ - ১৯৩৭ খ্রীঃ বাংলা ১৩৪৩ সাল	বরিশাল	বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে তিনি বি.এ পড়েন।
১৯৩৮ খ্রীঃ - বাংলা ১৩৪৫ সাল	বরিশাল	বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ থেকে তিনি বি.এ পরীক্ষায় ডিস্টিংশান নিয়ে পাশ করেন। এই বৎসর দিনাজপুরের বালিয়াডাঙ্গীর বাড়ীতে তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। একদিকে পিতৃবিয়োগজনিত শোক ও অন্যদিকে এম.এ পড়বার ইচ্ছা, এই কারণে তিনি বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েন। প্রথমে তিনি স্থির করেছিলেন ইতিহাসে এম.এ পড়বেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে এম.এ পড়বার জন্যে এই বছরই ভর্তি হলেন।

১৩। নারায়ণগঙ্গোপাধ্যায় : সমগ্র কিশোর সাহিত্য -৩, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৭, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ পৃষ্ঠা - ১৩৫

১৪। " " " " " পৃষ্ঠা - ১৩৫

সাল । তারিখ	অবস্থান	ঘটনাপঞ্জী
১৯৩৮ খ্রীঃ - ১৯৩৯ খ্রীঃ বাংলা ১৩৪৫ -৪৬ সাল	কলকাতা	৬৬, গোআবাজার মেসে থেকে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ পড়েন । তাঁর আর্থিক অসুবিধার জন্য এই সময়ে বড়জামাই-বাবু শরৎকুমার ব্যানার্জী তাঁকে আর্থিক সাহায্য করতেন । এম.এ পড়ার সময় হরপ্রসাদ মিত্র তাঁর সহপাঠী ছিলেন । দ্বিতীয়বিশ্বযুদ্ধ ১৯৩৯ সালেই শুরু হয়েছিল । কলকাতায়ও তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে ।
১৯৪০ খ্রীঃ বাংলা ১৩৪৭ সাল	কলকাতা থেকে বরিশাল	এম.এ ম পরীক্ষা আসন্ন । কিন্তু তিনি সে বছর পরীক্ষা দিলেন না । বন্ধু হরপ্রসাদ মিত্র পরীক্ষা দিলেন এবং প্রথম বিভাগে প্রথম হলেন । নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায় এই বছরই কলকাতা থেকে বরিশালে ফিরে গেলেন । এই বছরের ১ই মে বাংলা ২৬শে বৈশাখ বরিশালের কলেজ রোডের আশুতোষ ভবনের বাড়িতে সোপান মুখোপাধ্যায়ের কন্যা রেণুর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় ।
১৯৪১ খ্রীঃ – ১৯৪২ খ্রীঃ বাংলা ১৩৪৮	বরিশাল থেকে কলকাতা , কলকাতা থেকে জলপাইগুড়ি	এই বছরটি তাঁর জীবনের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । এই বছরই তাঁর এম.এ পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয় । তিনি বাংলা সাহিত্যে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হলেন । ফল ঘোষণার পর কলকাতা থেকে তিন তিনটি [illegible] টেলিগ্রাম বরিশালে এসে পৌঁছয় । তাঁর এই সুন্দর ফলের জন্যে বরিশালের ব্রজ মোহন কলেজ ছুটি হয়ে যায় ।

সাল । তারিখ	অবস্থান	ঘটনাপঞ্জী
		কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এই বছরই তিনি স্বর্ণপদক পান । এই বছরই তিনি জলপাইগুড়ির আনন্দচন্দ্র কলেজে বাংলা-ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপকরূপে চাকরীতে যোগ দেন । ১৩৪৮ সালটি তাঁর জীবনের পক্ষে অত্যন্ত স্মরণীয় , কারণ এবছর তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'উপনিবেশ' এর প্রথম খণ্ড তিনি রচনা করেন । এইবছরই আগস্ট আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ বাংলাদেশের বুকে ছড়িয়ে পড়ে ।
১৯৪২ খ্রীঃ – ১৯৪৫ খ্রীঃ বাংলা ১৩৪৯ – ৫২ সাল	জলপাইগুড়ি	আগস্ট আন্দোলন , দেশময় তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে এমন সময় বাংলা ১৩৪৯ থেকে ১৩৫০ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষে ধারাবাহিকভাবে তাঁর 'উপনিবেশ' প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় । তখন পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় দেশ পত্রিকা ছেড়ে 'ভারতবর্ষে' যোগ দিয়েছেন । তাঁরই আগ্রহে এটি ভারতবর্ষে প্রকাশিত হয় । বাংলা ১৩৫০ সালে তিনি 'ক্যালকাটা কেমিক্যাল' কর্তৃক আয়োজিত গল্প প্রতিযোগিতায় 'ইতিহাস' গল্প লিখে শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প পুরস্কার পেয়েছিলেন । পুরস্কারের অর্থমূল্য ছিল এক হাজার টাকা । তারাশঙ্করের মতো সুনামধন্য সাহিত্যিক ও সেবার তাঁর কাছে পরাজিত হয়েছিলেন । এই বছর বাংলা দেশে দেখা দেয় ১৩৫০ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ । ১৩৫১ সালের

সাল। তারিখ	অবস্থান	ঘটনাপঞ্জী
		১৩৫১ সালের ২৫শে অগ্রহায়ণ তাঁর রচিত 'তিমিরতীর্থ' উপন্যাস প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রকাশক ছিলেন বেঙ্গল পাবলিশার্স। 'তিমিরতীর্থ' তাঁর প্রথম উপন্যাস। ছাত্রজীবনে তিনি এটি লিখেছিলেন। নানা কারণে লেখাটি তিমিরে নিহিত ছিল। পরে কবিবন্ধু গোপাল ভৌমিক লেখাটিকে উদ্ধার করেন এবং ১৩৫১ সালে শারদীয় দৈনিক 'কৃষকে' পত্রস্থ করেন। ১৩৫২ সালের ১লা বৈশাখ তাঁর ছোটগল্প গ্রন্থ 'বীতংস' প্রকাশিত হয়। প্রকাশক বেঙ্গল পাবলিশার্স। দেশে তখনও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিষাক্ত বাতাস বইছে। এই সময়ে জলপাইগুড়ি শহরের আনন্দচন্দ্র কলেজে অধ্যাপনা করার সময় তিনি জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করেছেন। জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার চা বাগান, পাহাড়, পর্বত, নদী, অরণ্য এ সবের দৃশ্য তিনি ঘুরে ঘুরে দেখেছেন। দেখেছেন তরাই ও ডুয়ার্সের বিচিত্র জনজীবনকে।
১৯৪৫ খ্রীঃ — ১৯৪৬ খ্রীঃ বাংলা ১৩৫২ সাল	কলকাতা	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তাণ্ডবনৃত্য ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দেই থেমে যায়। কিন্তু বাংলাদেশে তার প্রভাবে জনজীবনের বিপর্যয় তখনও কাটেনি। বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, মহামারীর প্রভাবে বাংলাদেশের

সাল । তারিখ	অবস্থান	ঘটনাপঞ্জী
		অবস্থা বড়ই বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল । ১৯৪৫ সালেই তিনি কলকাতার সিটি কলেজে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপকরূপে প্রবেশ করলেন । কলকাতায় এসে উঠেছেন সিটি কলেজের কাছেই আমহার্স্ট স্ট্রীটের সুরেন ভট্টাচার্য্য নামে এক মাস্টারমশাইর বাড়িতে । কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে তিনি সেখান থেকে চলে আসেন পটলডাঙা স্ট্রীটে ।
		১৯৪৫ সালে তিনি চলচ্চিত্র রাজ্যে যোগদান করেন এবং এই বছর তার '১৩৫১ র সেরা গল্প' নামে গল্পসংকলনটি প্রকাশিত হয়. । এই গ্রন্থে ১৩ জন বিশিষ্ট লেখকের ১৩টি গল্প সংকলিত হয়েছিল । এতে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পুষ্করা' গল্পটি স্থান পায় । তিনি নিজেই গ্রন্থটির সম্পাদনা করেছেন ।
		১৩৫২ সালের ভাদ্র মাসে তাঁর ছোটগল্প গ্রন্থ 'ভাঙাবন্দর' কমলা পাবলিশিং হাউস থেকে প্রকাশিত হয় । ১৩৫২ সালেরই আশ্বিন মাসে প্রকাশিত হয় তাঁর গল্পগ্রন্থ 'দুঃশাসন' ।
		১৯৪৫ সালের ২৫ শে নভেম্বর তারিখে তিনি কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে আয়োজিত 'গল্প লেখার গল্প' নামে অতীত স্মৃতিচারণ শীর্ষক ভাষণ রাখেন এবং তা পরবর্তীতে জ্যোতিপ্রসাদ বসু কর্তৃক সম্পাদিত 'গল্পলেখার গল্প' নামক পুস্তকে প্রকাশিত হয় । ১৩৫২ সালেই তাঁর

সন । তারিখ	অবস্থান	ঘটনাপঞ্জী
		'রূপান্তর' ও 'ভোগবতী' গল্পগ্রন্থ দুটি প্রকাশিত হয়। ১৩৫২ সালেরই 'গল্পভারতী'র শারদীয় সংখ্যায় তাঁর 'স্বর্ণসীতা' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। অগ্রহায়ণ মাস থেকে বিখ্যাত শিশুপত্রিকা 'মৌচাকে' ধারাবাহিকভাবে তাঁর 'রুপকথারের অপন্তব' নামে একটি কিশোর সংকলন প্রকাশ পায়। এই বৎসরই চৈত্র মাসে প্রভাত মুখোপাধ্যায় ও সন্তোষকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টায় প্রগতি প্রকাশনী থেকে তাঁর 'মন্ত্রমুখর' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। লেখক তখন পটলডাঙার টেনিদাদের বাড়ির ভাড়াটে। প্রভাত মুখোপাধ্যায়ই ছিলেন এই টেনিদা।
১৯৪৬ খ্রিঃ বাংলা ১৯৫৩ সাল	কলকাতা	সিটি কলেজে অধ্যাপনাকালে তিনি কমিউনিস্ট ভাবিত হয়ে পড়েন। সিটিকলেজেরই অধ্যাপক সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায় স্মরণে বলেন, ''নারায়নবাবুর রাজনীতি - জিজ্ঞাসা ছিল। সমাজতন্ত্রে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টির তিনি ছিলেন সমর্থক - সমালোচক। পার্টিম্যান হলে যে গোঁড়ামি ও মতান্ধতা প্রায়ই প্রবল হয়ে ওঠে, ভক্তিতে গদগদ হয়ে কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিচ্যুতি ও বিকৃতিকেও সমর্থনের প্রবণতা দেখা দেয়, প্যার্টিম্যান না হওয়ায় নারায়ণ বাবুর তা ছিল না। স্বাধীনচিত্ততা তিনি অনেকখানি বজায় রাখতে পেরেছিলেন।" [১৫] ১৯৪৬ সালে দেশে সাম্প্রদায়িক

১৫. সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় স্মরণে : কালি ও কলম, চতুর্থ সংখ্যা, চতুর্থ বর্ষ অগ্রহায়ণ, ১৩৭৭, পৃষ্ঠা - ৩৩৪

সাল ও তারিখ	অবস্থান	ঘটনাপঞ্জী
		দাঙ্গা শুরু হয়। কলকাতার রাজাবাজার এলাকাতেও হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তখন শান্তি উদ্যোগে অগ্রণী - ভূমিকা নিয়েছিলেন। ১৯৪৬ সালেই তাঁর 'বনজ্যোৎস্না' নামে ছোটগল্পগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। প্রকাশক, পুস্তকালয়, ২৯, বাদুড়বাগানরো। এই গ্রন্থের গল্পগুলি হল 'বনজ্যোৎস্না', 'সোনালীবাঘ', 'মৃত্যুবাণ', 'চক্রব্যূহ', 'বারো মল্লিকের বিল', 'বীরভোগ্যা', 'আলুথলিকার শেষ খুন' এবং 'ঘূর্ণি'।
১৯৪৭ খ্রীঃ বাংলা ১৩৫৪ সাল	কলকাতা	এই বছর তাঁর 'উপনিবেশ' উপন্যাসের দ্বিতীয়খণ্ড প্রকাশিত হয়। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। বেঙ্গল পাবলিশার্স থেকে এই বছরই তাঁর 'সূর্যসারথি' উপন্যাস প্রকাশিত হয়। 'রোমান্স' নামে 'গল্প ভারতী'তে প্রকাশিত হয় গল্পোপন্যাস। ১৯৪৭ সালেই তা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। উৎসর্গ করেন নরেন্দ্র ঘোষকে। স্বাধীনতা প্রাপ্তি, দেশবিভাগ ও দেশব্যাপী তার প্রভাব এবং উদ্বাস্তু সমস্যাদৃষ্টি এই সব ঘটনায় এই বছরটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছে লেখকের জীবনে।
১৯৪৮ খ্রীঃ বাংলা ১৩৫৫ সাল		বাংলা ১৩৫৫ সালের ভাদ্রমাসে তাঁর বিখ্যাত গল্পগ্রন্থ 'কালাবদর' প্রকাশিত হয়। গল্পগ্রন্থটিতে 'টোপ', 'শৈব্যা', 'ইজ্জত', 'অপঘাত', 'কন্দুক', 'শিল্পী', 'শ্রীযুক্ত গোপীবল্লভ কুণ্ডু' 'উস্তাদ মেহেরা খাঁ এবং 'কালাবদর' এই ন'টি ছোটগল্প সংকলিত

সাল । তারিখ	অবস্থান	ঘটনাপঞ্জী
		হয়েছে । প্রকাশক ছিলেন দি গ্লোব পাবলিশার্সের প্রফুল্ল বসু । এ বছর তাঁর আর কোন গল্পগ্রন্থ, উপন্যাস প্রকাশিত হয়নি ।
ইং ১৯৪৯ খৃঃ বাংলা ১৩৫৫ সাল		১৯৪৯ এর ১৩ ই জানুয়ারী আশাদেবীর গর্ভে তাঁর একমাত্র পুত্র অরিজিতের (বাবলুর) জন্ম হয় । এ বছরই 'আমার প্রিয় গল্প' নামে ১৩ জন লেখকের একটি করে গল্প নিয়ে একটি ছোটগল্পের সংকলন তিনি সম্পাদনা করেন । এতে তাঁর নিজের লেখা একটি শত্রুর কাহিনী' গল্পটি স্থান পায় । 'ট্রফি' গ্রন্থটিও বুক ওয়ার্ল্ড থেকে এবছর প্রকাশিত হয় । এছাড়া সাতটি কৌতুকগল্প নিয়ে বৃন্দাবনধর অ্যান্ডসন্স প্রাঃ লিঃ থেকে তাঁর 'সপ্ত কাণ্ড' গ্রন্থটিও প্রকাশিত হয় । ১৩৫৫ - র জ্যৈষ্ঠ মাসে তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'শিলালিপি' ধারাবাহিকভাবে ভারতবর্ষে প্রকাশিত হয় এবং পরবর্তীতে এই বছরই মেইন পাবলিশার্স থেকে গ্রন্থ সেটি প্রকাশিত হয় । তাঁর 'পদসঞ্চার' নামে উপন্যাসটিও এই বছরই ধারাবাহিকভাবে 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হতে থাকে । প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স ।
১৯৫০ খৃঃ - বাংলা ১৩৫৭ সাল	কলকাতা	এই বছর তাঁর কোন গল্পগ্রন্থ, উপন্যাস, সমালোচনা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি ।

সাল । তারিখ	অবস্থান	ঘটনাপঞ্জী
		১৩৬১ সালের কোজাগরী পূর্ণিমায় তাঁর 'শ্বেতকমল' নামে ছোটগল্প গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। কার্তিক মাসে প্রকাশিত হয় 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সুনির্বাচিত গল্প' সংকলন এবং অগ্রহায়ণ মাসে অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় তাঁর 'শ্রেষ্ঠগল্প' প্রকাশিত হয়।
১৯৫৫ খ্রীঃ বাংলা ১৩৬২ সাল	কলকাতা	১৩৬২ সালের আশ্বিনমাসে তাঁর 'গন্ধরাজ' গল্প গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স। এই মাসেই তাঁর 'ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প' বইটি প্রকাশিত হয়। এইবছরই তাঁর বড় জামাইবাবু শরৎকুমার ব্যানার্জীর কনিষ্ঠভ্রাতা নিমাই বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তিনি যৌথভাবে 'মরণের মুখোমুখি' নামক বইটি লেখেন এবং দেবসাহিত্য কুটির থেকে তা প্রকাশিত হয়।
১৯৫৬ খ্রীঃ বাংলা ১৩৬৩ সাল	কলকাতা	এইবছর তিনি সিটি কলেজ থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের অধ্যাপকরূপে যোগ দেন। পরবর্তীকালে তিনি অবশ্য রীডার পদে উন্নীত হয়েছিলেন। কাজেই পদোন্নতির দিক থেকে এই বছরটি তাঁর জীবনের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। এই বছরই তাঁর 'ছুটির আকাশ' গ্রন্থটি ইস্টলাইট বুক হাউস থেকে প্রকাশিত হয়। মহালয়ার দিন প্রকাশিত হয় তাঁর 'উর্বশী' নামে ছোটগল্পের সংকলনটি। লেখক এটি উৎসর্গ করেন কথাশিল্পী সমরেশ বসুকে।

সাল । তারিখ	অবস্থান	ঘটনাপঞ্জী
১৯৫৭ খ্রীঃ বাংলা ১৩৬৩ - ৬৪ সাল	কলকাতা	এই বছর তিনি পটলডাঙা স্ট্রীটের বাড়ি ছেড়ে শিয়ালদার বৈঠকখানা রোডের বাড়িতে এসে ওঠেন । বৈঠকখানা রোডের বাড়িটি তিনি কিনেছিলেন । এ বছরই তাঁর 'গল্পসংগ্রহ' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স থেকে । ১৩৬৪ সালের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হয় তাঁর 'ভাটিয়ালী' নামক গল্পগ্রন্থ । প্রকাশক বীরেশ্বর বসু , কথামালা প্রকাশনী । তাঁর 'চারমূর্তি' নামে শিশুদের উপযোগী উপন্যাসটিও এ বছরই প্রকাশ করেন অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির । তাঁর এই গ্রন্থটি অবশ্য 'শিশুসাথী'তে বেরিয়েছিল । তাঁর 'অসিধারা' উপন্যাসটিও শারদীয় 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হওয়ার পর ১৩৬৪ সালের বৈশাখ মাসে গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় । উৎসর্গ করেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে ।
১৯৫৮ খ্রীঃ বাংলা ১৩৬৪ -৬৫ সাল	কলকাতা	১৩৬৪ সালের মাঘ মাসে তাঁর 'বাংলা গল্প বিচিত্রা' নামে ছোটগল্পের সমালোচনামূলক একটি মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশিত হয় । প্রকাশক , প্রকাশ ভবন, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট । উৎসর্গ করেন শচীভূষণ দাশগুপ্তকে । ১৩৬৫ সালে অভ্যুদয় প্রকাশমন্দির থেকে 'খুশির হাওয়া' নামক গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় । এটি একটি ছোটদের গল্পসংকলন । এই বছর ফাল্গুন মাসে 'মেঘরাগ' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় । প্রকাশক ছিলেন নারায়ণ সেনগুপ্ত, ক্লাসিক প্রেস , ৩২ এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ।

সাল । তারিখ	অবস্থান	ঘটনাপঞ্জী
		লেখক বইটি উৎসর্গ করেন রণজিৎ কুমার সেনকে । তাঁর 'নীলদিগন্ত' গ্রন্থটিও গোপাল দাস পবিলিশার্স থেকে এই বছরই (১৩৬৫ সালে) প্রকাশিত হয় ।
১৯৫৯ খ্রীঃ বাংলা ১৩৬৬ সাল	কলকাতা	১৯৫৯ সালে তাঁর 'বিদূষক' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় । প্রকাশক লিপিকা । ১৩৬৬ র ভাদ্র মাসে তাঁর ছোটগল্পের সংকলন 'রূপমতী' বসু সাহিত্য মন্দির থেকে প্রকাশিত হয় । প্রকাশক অমিয় বসু । ১৩৬৬ - র অগ্রহায়ণ মাসে প্রকাশিত হয় তাঁর ছোটগল্প গ্রন্থ 'সাপের মাথার মণি' । প্রকাশক ছিলেন বিভূতিভূষণ ঘোষ ।
১৯৬০ খ্রীঃ বাংলা ১৩৬৬ -৬৭ সাল	কলকাতা	১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে 'সাহিত্যে ছোট গল্প' এই বিষয় নিয়ে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট পেয়েছিলেন । ১৩৬৬ সালের চৈত্র মাসে দোলপূর্ণিমা তিথিতে তাঁর সম্পাদনায় 'সরসগল্প' নামক গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় । প্রকাশক সুনীলকুমার সিংহ , নতুন সাহিত্য ভবন । এই সংকলনের শেষ গল্পটি ('ইন্দুমিত্রের মোরগ') তাঁর লেখা । ১৩৬৭ সালের আষাঢ় মাসে অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির থেকে তাঁর 'চারমূর্তির অভিযান' নামে একটি কিশোর উপন্যাস প্রকাশিত হয় । এইবছরই 'বারোভূতে' কৌতুক নাটিকা আত্মপ্রকাশ করে । প্রকাশক জাতীয় সাহিত্য পরিষদ । ১৯৬০ সালের ১লা জুলাই সুরুচী প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয় তাঁর 'শুভক্ষণ' গল্পটি । ১৩৬৭ - র শ্রাবণ

সাল । তারিখ	অবস্থান	ঘটনাপঞ্জী
		মাসে তাঁর 'ভস্মপুতুল' উপন্যাস প্রকাশিত হয় ডি.এম. লাইব্রেরী থেকে। প্রকাশক ছিলেন গোপাল দাস মজুমদার। ১৩৬৭ সালেই তাঁর 'রুক্ষা' উপন্যাসটি বিহার সাহিত্যভবন প্রাঃ লিঃ থেকে প্রকাশিত হয়।
১৯৬১ খ্রীঃ বাংলা ১৩৬৭ - ৬৮ সাল	কলকাতা	এ বছর অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির গল্প ও উপন্যাস সম্বলিত ছোটদের জন্য 'কিশোর সঞ্চয়ন' গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। ১৯৬১ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত হয় 'সাহিত্য ও সাহিত্যিক' নামে সাহিত্য সমালোচনামূলক মূল্যবান গ্রন্থটি। প্রকাশক ডি.এম. লাইব্রেরী।
১৯৬২ খ্রীঃ বাংলা ১৩৬৮ - ৬৯ সাল	কলকাতা	১৩৬৮ - র ফাল্গুন মাসে তাঁর ছোটগল্প-গ্রন্থ 'এক্সিবিশন' প্রকাশিত হয় অভিজিৎ প্রকাশনী সমবায় লিঃ থেকে। প্রকাশিকা মালবিকা দত্ত। ১৩৬৯ সালে গ্রন্থ প্রকাশ তাঁর 'তিনপুরুষ' উপন্যাসটি প্রকাশ করেন। এই বছরই 'চোখের বাহিরে' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় গ্রন্থশ্রী প্রাঃ লিঃ থেকে। এছাড়া 'অভিভাবক' নাটকটিও ডি.এম. লাইব্রেরী থেকে এই বছর প্রকাশিত হয়েছে।
১৯৬৩ খ্রীঃ বাংলা ১৩৭০ সাল	কলকাতা	১৩৭০ সালে তাঁর 'মেঘের উপর প্রাসাদ' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশক এম.সি. সরকার এণ্ড সন্স। অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির থেকে তাঁর 'রাঘবের জয়যাত্রা' নামক গ্রন্থটি এবছরই প্রকাশিত হয়। এবছরই দেশ পত্রিকায় তাঁর 'সুন্দর জার্নাল' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থা

সাল ।তারিখ	অবস্থান	ঘটনাপঞ্জী
১৯৬৪ খ্রী: বাংলা ১৩৭১ সাল	কলকাতা	১৩৭১ সালের ১লা বৈশাখ তাঁর ছোটগল্পের সংকলন 'শিলাবতী' বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস থেকে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক বীরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস । এ বছরই তাঁর 'নিশিযাপন' উপন্যাসখানা ডি.এম. লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া তার ছোটদের বই 'আউবাংলোর রহস্য' ('বিচিত্রয়') এ বছরই প্রকাশিত হয়।' জয়তী' উপন্যাসটিও বাক্ সাহিত্য থেকে ১৩৭১ সালেই প্রকাশিত হয়। শ্রী প্রকাশ ভবন তাঁর' ছোটদের ভালো ভালো গল্প' গ্রন্থটি এই বছরই প্রকাশ করেন।
১৯৬৫ খ্রী: বাংলা ১৩৭২ সাল	কলকাতা	১৩৭২ সালে আনন্দ পাবলিশার্স থেকে তাঁর 'অমাবস্যার গান' উপন্যাস প্রকাশিত হয়। এই বছরের আশ্বিন মাসে প্রকাশিত হয় তাঁর 'কৃষ্ণচূড়া' উপন্যাস। প্রকাশক বেঙ্গল পাবলিশার্স। উৎসর্গ করেন সোমেন্দ্র কুমার ঘোষকে। ১৩৭২ সালেই মিত্র ও ঘোষ থেকে তাঁর 'কলধ্বনি' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। ছোটদের বই' মনানুনুর মাবুদা' এই বছরই প্রকাশিত হয়েছে।
১৯৬৬ খ্রী: বাংলা ১৩৭৩	কলকাতা	১৩৭৩ সালের বৈশাখে 'কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ' নামে রবীন্দ্র কথা সাহিত্যের সমালোচনা মূলক তাঁর একটি মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। উৎসর্গ করেন প্রমথ নাথ বিশীকে। প্রকাশক বাক্ সাহিত্য। এই বছর তাঁর' পাতাল কন্যা' উপন্যাস প্রকাশিত হয় ডি.এম.লাইব্রেরী থেকে। উৎসর্গ করেন

সাল । তারিখ	অবস্থান	ঘটনাপঞ্জী
		বন্ধু কথাশিল্পী আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে। ১৯৬৬ সালেই তাঁর 'ক্ষুধার সুর' উপন্যাস প্রকাশ ভবন থেকে প্রকাশিত হয়। ১৩৭৩ সালেই তাঁর 'সুনন্দর জার্নাল' (প্রথম পর্যায়) প্রকাশিত হয় চতুরঙ্গ থেকে। গ্রন্থপীঠ থেকে 'মাটির দেবতা' গ্রন্থটিও প্রকাশিত হয়।
১৯৬৭ খ্রীঃ বাংলা ১৩৭৪	কলকাতা	এ বছর 'পদ্মপাতার দিন' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। প্রকাশক - ভারবী। এই বছর তাঁর আর কোনো গল্প গ্রন্থ, উপন্যাস, কিংবা অন্য কোন পুস্তকই প্রকাশিত হয় নি। তবে 'সুনন্দর জার্নালে' তাঁর লেখা বের হচ্ছিল এবং কয়েকটি উপন্যাস রচনার কাজে তিনি এই সময়ে ব্যস্ত ছিলেন। এ ছাড়া তিনি গোলপার্কের পঞ্চাননতলায় নিজ বাড়ী তৈরীর কাজেও কিছু ব্যস্ত ছিলেন।
১৯৬৮ খ্রীঃ বাংলা ১৩৭৫ সাল	কলকাতা	১৩৭৫ সালের বৈশাখ মাসে তাঁর 'নির্জনশিখর' উপন্যাস প্রকাশিত হয়। প্রকাশক বেঙ্গল পাবলিশার্স। উৎসর্গ করেন অন্যতম অগ্রণী কথা সাহিত্যিক বনফুলকে। এই বছর অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির থেকে প্রকাশিত হয় 'টেনিদার গল্প'। গ্রন্থ প্রকাশ থেকে প্রকাশিত হয় 'বনবাংলো'। মিত্র ও ঘোষ থেকে প্রকাশিত হয় 'নতুন তোরণ' উপন্যাস। এই বছরই অক্টোবর মাসে তিনি বৈঠকখানা রোডের বাড়ী ছেড়ে গোলপার্কের ৩ সি, পঞ্চাননতলা

সাল ও তারিখ	অবস্থান	ঘটনাপঞ্জী
		নিজ বাড়িতে আসেন। এই বছর জলপাইগুড়ি শহরের ভয়াবহ বন্যায় দুর্গত মানুষের সাহায্যে কলকাতার শ্যামবাজার থেকে পদযাত্রায় অংশ গ্রহণ করে প্রচুর অর্থ আদায় করেন।
১৯৬৯ খ্রীঃ বাংলা ১৩৭৬ সাল	কলকাতা	১৯৬৯ সালে তাঁর 'ছোটগল্পের সীমারেখা' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।
১৯৭০ খ্রীঃ বাংলা ১৩৭৭	কলকাতা	১৩৭৭ এর বৈশাখ মাসে তাঁর 'আলোকপর্ণা' উপন্যাস বাক্ সাহিত্যের উৎসাহে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক শচীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়। উৎসর্গ করেন মণীন্দ্র রায় কে। এ ছাড়া তাঁর 'কাঁচের দরজা' গ্রন্থটিও প্রকাশিত হয় এই বছরই। ১৯৭০ সালের পূজোর ছুটিতে তিনি সপরিবারে আলমোড়া নৈনিতাল, রাণীক্ষেত, কৌশানী ভ্রমণ করতে গিয়েছিলেন। এইটিই ছিল তাঁর জীবনের শেষ ভ্রমণ। পূজোর ছুটি কাটানোর পর বিশ্ববিদ্যালয় খুলে গেলে তিনি যথারীতি কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ৬ই নভেম্বর তিনি সকালে দমদমে আবৃত্তির রেকর্ড করতে গ্রামোফোন কোম্পানীর স্টুডিওতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফিরে আসতে একটু বেলা হয়ে যায়। কাজেই ইউনিভার্সিটিতে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ক্লাস নিয়ে তিনি গোলপার্কের

সাল । তারিখ	অবস্থান	ঘটনাপঞ্জী
		পঞ্চাননতলার বাড়িতে ফিরে আসেন । কিন্তু 'সুনন্দর জার্নালের' জন্য সেই সপ্তাহের যে লেখাটি তিনি পাঠিয়েছিলেন তা খোয়া গেছে জেনে ৬ই নভেম্বর রাতে তিনি পুনরায় সেই লেখা লিখতে শুরু করেন । প্রচণ্ড মাথা ধরায় অসহ্য হয়ে ওঠে , তিনি মাথা ধরার টেবলেট খান । শারীরিক অবস্থা খারাপ দেখে তাঁকে সেইরাতেই শেঠসুখলাল কারনানী হাসপাতালে ভর্তি করা হয় । ৮ই নভেম্বর রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস রোগে তিনি ওই হাসপাতালেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন । ৯ই নভেম্বর কেওড়াতলা মহাশ্মশানে বিশিষ্ট সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী ও অগনিত জনসাধারণের উপস্থিতিতে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় । মুখাগ্নি করেন পুত্র অরিজিৎ (বাবলু) । শ্মশানে পত্নী আশা দেবী উপস্থিত ছিলেন এবং বারাসত থেকে এসেছিলেন তাঁর প্রথমা স্ত্রী শ্রীমতী রেণু গঙ্গোপাধ্যায় ও ।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন একজন উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লেখক । তাঁর জীবনের স্বল্পকালের মধ্যে (৫১ বছর) তিনি খ্যাতির উচ্চতম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন । সতেরো আঠারো বছর বয়স থেকে বাংলা সাহিত্যের দরবারে প্রবেশ করে মৃত্যুর পূর্বদিন পর্যন্ত তিনি শুধু লিখেছেন আর লিখেছেন । কবিতা , ছোটগল্প , উপন্যাস । কিশোরসাহিত্য , সাহিত্য সমালোচনা প্রভৃতি সাহিত্যের সকল শাখাতেই তাঁর ছিল অবাধ বিচরণ । অধ্যাপনা ,

বাগ্মিতা, উদার ব্যবহার ও পাণ্ডিত্যের দিক থেকে তৎকালীন সাহিত্যিক মহলে তিনি ছিলেন এক উজ্জ্বল রত্ন। চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য রচনায়, সাংবাদিকতায় তাঁর প্রতিভার পরিচয় মেলে। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন, মধ্য, আধুনিক সকল যুগের সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর অসাধারণ জ্ঞান ছিল। চর্যাগীতি, গোপীচন্দ্রের গান, মঙ্গলকাব্য, নাথ সাহিত্য, বৈষ্ণব সাহিত্য, কবিগান, মুসলমানী সাহিত্য-বাংলা সাহিত্যের সকল গ্রন্থ থেকেই তিনি উদ্ধৃতি স্মৃতি থেকে বলতে পারতেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। পাশ্চাত্য সাহিত্য সম্পর্কেও তার জ্ঞান ছিল বহুব্যাপ্ত। বিশ্বের ছোটগল্পের উৎপত্তি, বিকাশ সম্পর্কে সব খবরই তিনি জানতেন। সারা বিশ্বের ছোটগল্পকারদের ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য, আঙ্গিক ও রচনাশৈলীর বিস্তারিত ব্যাখ্যা তিনি তাঁর বিখ্যাত সমালোচনা গ্রন্থ 'সাহিত্যে ছোটগল্প' নামক গ্রন্থে দিয়ে গেছেন। ল্যাটিন, ফরাসী, জাপানী প্রভৃতি বিদেশী ভাষাও তিনি আয়ত্ত করেছিলেন।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন ভ্রমণপিপাসু। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ভ্রমণ করেছেন। কাশী, পুরী, ভুবনেশ্বর, ওয়ালটেয়ার, নালন্দা, দেওঘর, রাজগীর তিনি ভ্রমণ করেছেন। গেছেন মুসৌরী, নৈনিতাল, রাণীক্ষেত, কৌশানীর, আলমোড়া, সিমলা প্রভৃতি স্থানে। তাছাড়া উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ির পাহাড় পর্বত, বনজঙ্গল, চা-বাগান ও বিচিত্র জনজীবনের সঙ্গে তিনি পরিচিত হয়েছিলেন। এপার বাংলা, ওপার বাংলা দুই বাংলাকেই তিনি প্রাণভরে দেখেছেন। দেখেছেন প্রকৃতিকে। নদনদীকে। কৃষক-শ্রমিক-মধ্যবিত্ত মানুষকে। দুই বাংলার মানুষকেই তিনি প্রাণভরে ভালোবাসতেন। তাঁর গল্পে উপন্যাসে এই পরিচয় স্পষ্ট হয়ে আছে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় অত্যন্ত প্রতিভাধর লেখক। প্রতিভার উজ্জ্বল্যে তিনি জীবনে অনেক পুরস্কার লাভ করেন। কিছুদিন তিনি গণনাট্যের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। প্রগতি সাহিত্যের সাথে তাঁর যোগ ছিল গভীর। বসুমতী পত্রিকায় সাংবাদিকতার জন্য, তিনি সংবাদ সাহিত্যের প্রথম পুরস্কার পান। আনন্দবাজার পত্রিকার পক্ষ থেকে তাঁকে দেওয়া হয় 'আনন্দ পুরস্কার'। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মরণোত্তর সম্মানরূপ তাঁকে দেওয়া হয়

সরোজিনী বসু স্বর্ণপদক। তাঁর ব্যক্তিজীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বাল্য ও কৈশোর কেটেছে তাঁর দিনাজপুরে, যৌবন ফরিদপুরে ও বরিশালে এবং বরিশাল থেকে পরে কলকাতায়। চাকরি জীবনের প্রথমে তিনি এসেছিলেন জলপাইগুড়িতে। তারপর আবার কলকাতায় ফিরে আসেন এবং বাকী জীবন কলকাতাতেই কাটান। উত্তর কলকাতাকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালো-বাসতেন। তাঁর সাহিত্যজীবনের প্রায় পুরো অধ্যায়ই কেটেছে উত্তর কলকাতার পটলডাঙা আর বৈঠকখানা রোডের বাড়িতে। তাঁর জীবনদর্শনের দিকে তাকালে একথা অনুভূত হয় যে তিনি প্রথমজীবনে ছিলেন মার্কসীয় আদর্শে বিশ্বাসী। সিটি কলেজে অধ্যাপনা করার সময় তাঁর মধ্যে কমিউনিস্ট মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু পরবর্তীকালে ১৯৬২ সনের চীনা আক্রমণে তিনি কমিউনিজমের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেন। শেষ জীবনে তিনি আধ্যাত্মিকতার দিকে ঝুঁকে পড়েন। তাই মাঝে মাঝে তিনি তারকেশ্বরে ছুটে যেতেন। বর্ধমানের অনতিদূরে ১০৮ টি শিব লিঙ্গ প্রদক্ষিণ করার মতো ঘটনা তাঁর জীবনে ঘটেছে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক ছিলেন। তাঁর কৈশোরজীবনে তিনি বিপ্লবী কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর অগ্রজ তরুণ শেখর গাঙ্গুলীর দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর সাহিত্যে এই বিপ্লবী চেতনা, রাজনৈতিক আদর্শের প্রভাব স্পষ্ট হয়েছে। তিনি সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন না, পার্টির সদস্যও হননি। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ভারতের মুক্তি আন্দোলন শুধুমাত্র ভারতীয়দের রাজ-নৈতিক মুক্তির জন্যে আন্দোলন নয়। তিনি মনে করতেন আমাদের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন বিশ্বমানবের মুক্তি আন্দোলনের সাথে যুক্ত। শুধু রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রাপ্ত হলেই দেশের সত্যিকারের মুক্তি আসে না বলেই তিনি বিশ্বাস করতেন, বিশ্বাস করতেন জনসাধারণের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার মধ্যেই আছে প্রকৃত মুক্তি। দেশের প্রতি, মানুষের প্রতি সুগভীর মমত্ববোধ থেকেই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর সাহিত্যে মানুষের অনেক কাছাকাছি নিজেকে স্থাপন করতে পেরেছিলেন।

অন্যান্য লেখকের মতো নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোট গল্পও তাঁর জীবনের বিচিত্র ঘটনা ও অভিজ্ঞতা থেকে উঠে এসেছে। যদিও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নিজের সম্বন্ধে খুব বেশী বলেন নি তবুও এ পর্যন্ত আমরা তাঁর জীবনের যেটুকু ইতিবৃত্ত জানতে

জানতে পেরেছি তা থেকে এ কথা স্পষ্ট অনুভূত হয় যে তাঁর জীবনের নানা অভিজ্ঞতা তাঁর গল্পে ধরা পড়েছে। উল্লিখিত জীবনপঞ্জী অবলম্বনে এই অধ্যায়ে তাঁর ছোট - গল্পের প্রেক্ষাপট হিসেবে তাঁর জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা কিভাবে তাঁকে ছোট গল্প রচনায় সাহায্য করেছে এবং এই সঙ্গে ছোটগল্প রচনা করতে গিয়ে তাঁর যে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাই তা আলোচনা করা হবে।

সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে প্রত্যেক লেখকেরই জীবনে তাঁর অর্জিত অভিজ্ঞতার প্রভাব থাকে। এদিক থেকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হবার কথা নয়। কিন্তু অনেক প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক তাঁদের ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে জীবনের অভিজ্ঞতাগুলিকে কোন বিশেষ রচনায় প্রকাশ করেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে তা ব্যতিক্রম। তিনি নিজের সম্বন্ধে খুব বেশী বলেন নি। 'গল্পলেখার গল্পে' নিজেই বলেছেন, "আমার পরিচয় যদি আপনাদের কাছে কিছু দেবার থাকে, তাহলে সে আমার জীবনে নয়, আমার গল্পে।"[১৬] বাল্য ও কৈশোরের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাঁর গল্পলেখার প্রেক্ষাপট হিসেবে কাজ করেছে। তাঁর বাবা ছিলেন পুলিশের দারোগা, কলেজে পড়াশুনাও করেছিলেন, ছাত্র হিসেবেও ছিলেন ভালো। পুলিশের একনিষ্ঠ কর্মী হিসাবেও তাঁর বাবার বেশ সুনাম ছিল। ত্রিশ মাইল দূর থেকে রোঁদ করে ফিরে এসে ঘোড়া থেকে নেমেই জিজ্ঞেস করতেন, নতুন বইয়ের ভি.পি. এসেছে কিনা।' আমার গল্পলেখা' পর্যায়ের বেতার বক্তৃতায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন -' বাবার চমৎকার লাইব্রেরী ছিল। মাসে মাসে বই আসত, বাংলা দেশের যত রকম দৈনিক সাপ্তাহিক আর মাসিক পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন তিনি। শুধু গ্রাহক ছিলেন না - একনিষ্ঠ পাঠকও ছিলেন। আমাদের মতো ছোটদের জন্যে আসত মধুমাসিক সন্দেশ? রামধনু, সন্দেশ, মৌচাক, শিশুসাথী। আজও আমার ভাবতে আশ্চর্য লাগে এই লোকটি কেমন করে পুলিশের চাকরিতে সুনাম অর্জন করেছিলেন। পড়াশুনো ছাড়া কোনো নেশা ছিল না, পান - তামাক অস্পৃশ্য বোধ করতেন এবং শটুয়ার্টমিল থেকে মিলটন, সেক্সপীয়ার, ওয়ার্ডসওয়ার্থের নির্ভুল উদ্ধৃতি মৃত্যুর আগেও তাঁর মুখ থেকে শুনেছি।

১৬। জ্যোতিপ্রসাদ বসু : গল্পলেখার গল্প : প্রথম সংস্করণ, ১৩৫৩ বেঙ্গল পাবলিশার্স
পৃষ্ঠা - ১১৫

সাহিত্য সম্বন্ধে আমার যা কিছু আসক্তি বা অনুরক্তি - একান্তভাবে বাবার কাছ থেকেই পেয়েছিলাম। ফলে বর্ণপরিচয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অকাল পক্কতাও অর্জন করেছিলাম কিছুটা। 'খোকাখুকুর পাঠের ঘর বয়স না', চুরি করে ভারতবর্ষের পাতা থেকে পড়তাম 'শ্রী কান্তের ভ্রমণ কাহিনী' (গোড়াতে বইটার ওই নামই ছিল), দেশবন্ধু দাশের 'নারায়ণ' কাগজ থেকে পড়তাম 'স্বামী'। কতটুকু বুঝতাম, ঠিক জানি না - কিন্তু আশ্চর্য দোলা লাগত মনে। এখন শুধু চোখের সামনে ভেসে উঠছে উত্তর বাংলার একটা নগণ্য গ্রাম। আমাদের বাসার সামনে রক্তমঞ্জরীতে কৃষ্ণচূড়ার কুঞ্জটা আকুল হয়ে আছে - তার ওপারে বয়ে যাচ্ছে আত্রাইয়ের নীল ধারা। তারও ওপারে গ্রাম ছাড়া রাঙামাটির পথ - ঘন বাঁশ আর আমের বনের ভেতর দিয়ে কোথায় যে দিক চিহ্নহীন দিগন্তে মিলিয়ে গেছে জানতাম না। আর সেই আশ্চর্য পটভূমিতে এই আশ্চর্য লেখাগুলো আমাকে যেন আচ্ছন্ন করে রাখত। মনে হত ওই অজানা পথটা আর এই লেখাগুলোর মধ্যে কী যেন নিবিড় একটা সাদৃশ্য আছে।"[১৭]

প্রথম যখন তিনি লিখতে শুরু করেন তখন তাঁরা স্থায়ীভাবে দিনাজপুরে বাস করছেন এবং তিনি তখন স্কুলের নীচু ক্লাসের ছাত্র। প্রথমত কাব্যচর্চার দিকেই মন দিয়েছিলেন। লেখক ছোটকাল থেকেই নিরালা নির্জন পরিবেশ পছন্দ করতেন। স্বাভাবিক-ভাবেই কবিতা রচনায় হাত দিয়ে তিনি যেন সংকুচিত হয়ে গেলেন। তাছাড়া নিজের লেখা সম্বন্ধেও ছিল সংশয়, লজ্জা। লিখতেন গোপনে এবং ভালো না লাগলে ছিঁড়ে ফেলতেন মাঝে মাঝেই। লেখার প্রতি সামান্য মমতাও করতেন না। তাঁর এই সাহিত্যসাধনার জন্য তিনি নিভৃত জায়গাকে বেছে নিতেন। "বাড়ির একপাশের বারান্দায় ভাঙাচুরো কাঠ-কুটরো আর কেরোসিন কাঠের প্যাকিং বাক্সের একটা স্তূপ ছিল।... কেরোসিন কাঠের বাক্সে গলা অবধি ডুবিয়ে দিয়ে বেদব্যাসের কলম চলছে। কবিতা, গান, রাজকুমার মেঘপুষ্পিতের সঙ্গে রাজকন্যা সুবর্ণার প্রেম ও মহাযুদ্ধমূলক মহাকাব্য, একেবারে গুরুভক্তি অবলম্বনে জ্বালাময়ী নাটক - তার খানিকটা গৈরিশী ছন্দ। নিজে পড়ি, নিজে ছিঁড়ি, আবার নতুন করে লিখি। রবিনসন ক্রুসোর মতো নিজের আবিষ্কৃত জগতে সীমা সংকীর্ণ হয়ে সৃষ্টি এবং বিনষ্টের আনন্দ একাধারে উপভোগ করে যাই।

১৭। জ্যোতিপ্রসাদ বসু : গল্পলেখার গল্প, ১ম সংস্করণ, ১৩৫৩, বেঙ্গল পাবলিশার্স
পৃষ্ঠা ১০৭ - ১০৮

এরমধ্যে আনন্দলহরী সিরিজের কতকগুলো রোমাঞ্চকর বই পড়ে ফেলেছিলাম। মাথার মধ্যে এগুলিই প্রবল একটা নতুন উদ্দীপনা এনে দিলে। আমার একক সাহিত্য সংসার থেকে একবারে একটা সচিত্র কাগজ বের করলাম, তার নাম ছিল বোধ হয় 'চিত্র বৈচিত্র্য'। কোয়ার্টার ফুলস্ক্যাপ সাইজের আটপৃষ্ঠা - আমিই একাধারে সম্পাদক, শিল্পী, লেখক, মুদ্রাকর ও পাঠক। তিনটে কবিতা, সম্পাদকীয় এবং রহস্যরোমাঞ্চিত একটি উপন্যাস - প্রথম কিস্তিতেই দুটো ভয়াবহ নরহত্যা ঘটিয়ে দিয়েছিলাম। এই আমার প্রথম গল্প বা উপন্যাস।

আমাদের দিনাজপুরের সেই বাড়িতে - যেখানে ঘন হয়ে আছে আমের ছায়া পড়েছে, খিড়কির ওপার থেকে আসছে বাতাবীফুলের মিষ্টি গন্ধ, উঠোনে সারিসারি বোয়মে ছত্রিশ রকমের আচার রোদে শুকোচ্ছে, ইঁদারার পাশে কানে রূপোর মস্ত মস্ত গয়না পরা সাঁওতাল ঝি বুধনি বিকৃত মুখে বাসন মাজছে এবং বাইরে দাদার ঘর থেকে আসছে সঙ্গীত সাধনার কর্ণভেদী কোলাহল, সেই সাধারণ, অতি সাধারণ বাঙালী গৃহস্থের বাড়িতে প্যাকিং বাক্সের দুরারোহ পর্বত শিখরে বসে আমি ফুলস্ক্যাপ কাগজের আটটি পৃষ্ঠায় বন্দুক, বোমা, গুপ্তচর আর নৃশংস হত্যাকাণ্ড নিয়ে ব্যতিব্যস্ত - ভাবতে পারেন। কিন্তু আমি লিখে চলেছি -' কার সাধ্য রোধে মোর গতি।'[১৮] রিপন কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ স্বর্গীয় রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষের একমাত্র ছেলে সুধীন ছিল তাঁর খেলার সাথী। একদিন তাঁকে সে মার্বেল খেলার জন্যে ডাকতে এসে স্তম্ভিত হয়ে যায়। লেখক তাকে 'চিত্রবৈচিত্র্য' থেকে কিছুটা পড়ে শোনান। মার্বেল খেলার প্রসঙ্গ ভুলে সুধীন তো অবাক। আগ্রহে তার চোখমুখ জ্বলে ওঠে। বালক সুধীন তার প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে বেন্টনীদের খাস্তা-ভাজা খাওয়ার জন্যে জমানো এক আনি বের করে দিয়ে পত্রিকার গ্রাহক হতে চেয়েছিল। ফলে লেখক হাতে লিখেই দু' কপি করে কাগজ বের করতে লাগলেন। তাঁর এই রহস্যোপন্যাস সুধীনকে পাগল করে দিয়েছিল। সুধীনের পীড়াপীড়িতেই তিনি কাগজকে সাপ্তাহিকে পরিণত করলেন। কিন্তু সুধীন কলকাতা চলে যাওয়ার পর তাঁর কাগজ আর উপন্যাস গেল বন্ধ হয়ে।

এদিকে নারায়ণের কবিখ্যাতি পাড়ার ছেলেদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। প্রথমজীবনে তিনি কবিতা লিখেছেন অনেক। খাতার পর খাতায় লিখেছেন কবিতা আর কবিতা। এ

১৮। জ্যোতিপ্রসাদ বসু : গল্পলেখার গল্প, ১ম সংস্করণ, ১৩৫৩, বেঙ্গল পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা - ১০৯ - ১১০

ব্যাপারে তিনি সবচেয়ে বেশী উৎসাহ পেয়েছিলেন তাঁর বড় জামাইবাবু শরৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-এর কাছ থেকে ।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় গল্পের আবির্ভাব হয় - যখন তিনি দিনাজপুর মিউনিসিপ্যাল এম.ই. স্কুলের ছাত্র । তিনি কোনোদিনই অঙ্কে ভালো ছিলেন না । অঙ্কের মাস্টারমশাই গোপীবাবু তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন । আর সেই সুযোগে ব্ল্যাক-বোর্ড থেকে অঙ্ক না টুকে হোমটাস্কের খাতায় গল্প লিখে ফেললেন । সহপাঠী বরুণ চক্রবর্তী তাঁর গল্পটি আগ্রহের সঙ্গে পড়েও নিলেন । এ বিষয়ে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন -" বেশ করুণ গল্প । নামটা মনে আছে : পাশাপাশি । ফুলস্ক্যাপ কাগজের তিন পৃষ্ঠা । বিষয়বস্তু হচ্ছে : পাশাপাশি দুটি বাড়ী , একটিতে বড়লোক আর একটিতে দীন দরিদ্র বাস করে । একদিন বর্ষার সন্ধ্যায় বড়লোকের বাড়ীতে যখন টী পার্টি চলেছে তখন গরীবের ছেলেটি বিনা চিকিৎসায় মারা গেল ।"[১২] গল্পের একজায়গায় মাংসের কচুরি খাওয়ার উল্লেখ থাকায় পিসতুতো ভাই ছুচুদা কৌতুক করে কথা বলাতে সেদিন তিনি শক পেয়েছিলেন এবং তাঁর গল্পরচনার উৎসমুখে পাথর চাপা পড়েছিল । তারপর থেকে তিনি আবার কবিতা লিখতে শুরু করলেন ।' মাসপয়লা' পত্রিকায় ছোটদের বিভাগে কবিতা লিখে তিনি পুরস্কৃত হলেন । এত গর্বে ভরে ওঠে তাঁর বুক । এরমধ্যে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করলেন । সাপ্তাহিক দেশ'পত্রিকায় তাঁর কবিতা বের হতে লাগল ।

তখন দেশ পত্রিকার সহসম্পাদক ছিলেন পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় । এ সম্বন্ধে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন - ' বাংলা সাহিত্য সংসারের Universal পবিত্রদা - আমাকে নানা রকমে উৎসাহ দিতে লাগলেন । তাঁর স্নেহের ঋণ আমার এজীবনে অপরিশোধ্য '।[১৩] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তখন বরিশালের ব্রজমোহন কলেজে আই.এ পড়ছেন । পবিত্রদা তাঁকে চিঠিতে গল্প লিখতে আহ্বান করলেন । পবিত্রদার পত্রে বিব্রতবোধ করলেন তিনি । তিনি বলেছেন , ' কিছুদিন আগে ফরিদপুরে থাকবার সময়ে কিছু কিছু গল্পচর্চা করেছিলাম , কিন্তু সেগুলো নিতান্তই গতানুগতিক পুরনো দেশমাতা সম্পর্কে জ্বালাময়ী রচনা । পবিত্রদার পত্রে বিব্রত হয়ে পড়লাম !

১২। জ্যোতিপ্রসাদ বসু : গল্পলেখার গল্প, ১ম সংস্করণ, ১৩৫৩ বেঙ্গল পাবলিশার্স পৃঃ১১২-

১৩। " " " " " পৃঃ ১১৩

বিভাগের অধ্যাপক পদে চাকুরীতে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৩৯ সাল থেকেই সারা পৃথিবীতে দ্বিতীয় মহাসমরের বিষাক্ত বাতাস বইছিল। পৃথিবী বিভক্ত হয়েছিল দুটি প্রধান বিপক্ষ শিবিরে। একদিকে ফ্যাসিস্ট শক্তি জার্মানীর সাথে ইটালী, জাপান আর অন্যদিকে আমেরিকা, রাশিয়া, ফ্রান্স ও ব্রিটেন। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন শান্তিপ্রিয় মানুষ সেদিন প্রতিবাদ জানিয়েছিল। এই মহাসমরের বিষাক্ত বাতাস ভারতেও এসে প্রবেশ করে। কলকাতার আকাশে ঘনঘন বোমারু বিমানের আনাগোনা, বোমাবর্ষণ, মানুষের মনে আতঙ্ক ছড়িয়ে দেয়। একদিকে প্রায় দুশো বছরের পরাধীনতার অপচারে নিষ্পিষ্ট দেশবাসীর প্রতি ঔপনিবেশিক ইংরেজের অত্যাচার, শোষণ, নিপীড়ন, বেকার সমস্যা বাংলা দেশের জনজীবনের উপর তীব্র সমস্যার জাল ছড়িয়ে দেয় এবং অন্যদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ প্রতিক্রিয়ায় বাংলার মানুষের জীবনে সেদিন চরম দুর্যোগ নেমে আসে। যুদ্ধ চলল ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ অবধি। জাপানের নাগাসাকি, হিরোসিমায় মার্কিন বিমান থেকে নিক্ষিপ্ত হল আনবিক বোমা। নিহত হল হাজার হাজার মানুষ। তার প্রভাব ভারতবর্ষেও এসে পৌঁছে। কলকাতা সহ বাংলার গ্রাম গ্রামান্তরের মানুষ হল বিপন্ন। চারিদিকে যুদ্ধের বাজার, দ্রব্যমূল্য আকাশছোঁয়া। শুধু তাই নয়, যুদ্ধের পাশাপাশি এল ১৩৫০ সালে বাংলা দেশের চরম দুর্ভিক্ষ। পথেঘাটে না খেয়ে মরতে থাকে অসংখ্য মানুষ। সেই সুযোগে চোরাকারবারি, মজুতদার, বস্ত্র আড়তদার গোপনে খাদ্য-দ্রব্য বস্ত্র বাজারে বিক্রী করে সংগ্রহ করতে থাকে আশাতীত মুনাফা। মন্বন্তরের প্রভাবে গ্রাম দিকে প্রচণ্ড খাদ্যাভাবে গ্রামগুলো শ্মশানে পরিণত হতে থাকে। ফলে গ্রামের বিপন্ন অসহায় মানুষ শহরের দিকে ছুটে আসতে থাকে। মন্বন্তর আর যুদ্ধের প্রভাব শহরবাসী মানুষের মধ্যেও বিপর্যয় ডেকে আনে। এক শ্রেণীর অর্থপিশাচ মানুষ বাংলার গ্রামগঞ্জ থেকে মেয়েদের ভুলিয়ে ভালিয়ে কলকাতার পতিতা পল্লীতে বিক্রয়ের জন্য নিয়ে আসতে থাকে। মানসম্মান ইজ্জৎ বিসর্জন দিয়েও সে দিন বাংলার গৃহলক্ষ্মীরা আত্মরক্ষার সুযোগ পেল না। খাদ্য সংকটে বস্ত্র সংকটে দেশ ছেয়ে যায়। তার সাথে হাত ধরাধরি করে আসে মহামারী।

এই সময়ে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জীবনেও চরম অস্থিরতা দেখা দেয়। স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্যে বরিশালে, চট্টগ্রামে, ঢাকায়, কলকাতায়, মেদিনীপুরে বিপ্লবের আগুন

দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছিল। সারা দেশ জুড়ে বইছিল ১৯৪২ এর আগস্ট আন্দোলনের উত্তপ্ত বাতাস। কলকাতার পথে পথে চলে মিছিল, স্লোগান, পুলিশের গুলি। তারপর আসে স্বাধীনতা, বহু আকাঙ্ক্ষিত। কিন্তু স্বাধীনতা এল দেশবিভাগের অভিশাপ নিয়ে। ফলে সৃষ্টি হল উদ্বাস্তু সমস্যা। লক্ষ লক্ষ মানুষ দাঙ্গা কবলিত হয়ে ছুটে এল পশ্চিমবঙ্গে। এমনই এক পটভূমিকায় বাংলার অসহায় মানুষের জীবনযন্ত্রণায় বিদ্ধ হয়ে বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পকার হিসাবে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের আত্মপ্রকাশ। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "যুদ্ধের সময়ে বাস্তব তীব্রতা এবং মানুষের আত্যন্তিক বিপর্যয় লেখক মহলে প্রভাব বিস্তার করেছিল নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপস্থিত।"[২২] প্রকৃতপক্ষে আধুনিক যুগের সমাজ জীবনে পুঁজিপতি, মজুতদার, কালোবাজারী আর অত্যাচারী মহাজনের স্বার্থসিদ্ধির ফলে শোষিত, নির্যাতিত, বঞ্চিত মানুষের জীবনের হাহাকারকেই সেদিন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর ছোটগল্পগুলিতে তুলে ধরেছেন। 'এইসব মূঢ় ম্লান মূক' মানুষের জীবনের অসহায়তাকে ফুটিয়ে তুলতেই তিনি লেখনী ধারণ করেছেন। জগদীশ ভট্টাচার্য্য যথার্থই বলেছেন, -' মহাযুদ্ধ আর মন্বন্তরের পটভূমিতে তাঁর বিকাশ (আবির্ভাবের চেয়ে বিকাশ কথাটাই তাঁর ক্ষেত্রে অধিকতর প্রযোজ্য।) সেদিন সর্বগ্রাসী যুদ্ধের তাণ্ডবে ভেঙে পড়েছে জীবনের খেলাঘর। ভারতের বুকে সাম্রাজ্যবাদের নাভিশ্বাস উঠেছে, সর্বে সর্বে, শবলুব্ধ গৃধ্রদের উর্দ্ধসুর বীভৎস চিৎকারে মুখরিত হয়ে উঠেছে আকাশ - বাতাস, একদিকে যুদ্ধের জুয়াখেলায় কাঁচামুদ্রার ঝিনিঝিনি, অন্যদিকে চোরা-কারবার আর কালোবাজারের নারকীয় অনাচারে পর্যুদস্ত দিনযাত্রা, সারা বাংলা জুড়ে নিরন্ন বিধ্বস্ত নরনারীর গগনভেদী হাহাকার, আর তারই বুকে বসে মুনাফাশিকারী মজুতদার ও ব্যবসায়ীদের দানবীয় অট্টহাসি। মহাপ্রলয়ের সন্ধিক্ষণে যেন নরকদুন্দুভি। সার্বিক জীবনেই জীবন মহাদেবের তৃতীয় নয়ন ক্রোধবহ্নি ধক্ধক্ করে জ্বলে উঠেছে। প্রতি সৃষ্টির পূর্ব দানববিনাশী প্রলয়ের পূর্বাভাস এই মহাক্রোধ। অশিব অসুন্দরের বিরুদ্ধে জনমানসে উদ্দীপ্ত এই ক্রোধই এ যুগের মহৎ স্থায়ীভাব। জীবন রুদ্রের উপাসক যুগশিল্পীর সৃষ্টিতেও জনচিত্তের এই সত্যবদ্ধ ক্রোধই রৌদ্ররসে রূপান্তরিত হয়েছে।

২২। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়: বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, পরিবর্ধিত ১ম দে'জ সংস্করণ, ১৯৮০ পৃষ্ঠা ৩৩৭ - ৩৩৮

ভারতের আদি কবির কণ্ঠোচ্চারিত প্রথম শ্লোকের কথা এখানে মনে পড়ে । তমসাতীরে নিষাদ-শরবিদ্ধ ক্রৌঞ্চমিথুনের আর্তনাদে করুণাবিগলিত মহাকবির ক্রোধ বিদীর্ণ হয়েছিল ' মা নিষাদ' ধিক্কার বাণীতে । এ যুগের জীবনক্রৌঞ্চ নরঘাতী নিষাদের সহস্রশরে বিজর্জর , আকাশে বাতাসে তারই করুণ আর্তনাদ , তাই এ যুগের জীবন মহাকাব্যের ও বীজমন্ত্র ঐ একই ধিক্কার বাণীতে বিধৃত রয়েছে ।" [২৩] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ১৯৪৫ -১৯৪৬ সালে প্রকাশিত ছোট গল্পে সেই ধিক্কার বাণী'ই বিধৃত হয়েছে । এই সময়ে তাঁর প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ 'বীতংস' , ' ভাঙাবন্দর', 'দুঃশাসন', 'জন্মান্তর ', 'ভোগবতী' ,' বনজ্যোৎস্না' । এই সব গল্পে যে সমাজচিত্র উপস্থাপিত হয়েছে তা লেখকের ব্যক্তিগত জীবনে অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত উপাদান ।' বীতংস' গল্পগ্রন্থের প্রকাশ ১৩৫২ সালের ১লা বৈশাখ । এই গ্রন্থের' বীতংস' গল্পে সরলবিশ্বাসী সাঁওতালদের ঠকিয়ে আসামের চা বাগানে কুলীর কাজে নিযুক্ত করার জন্যে সাধুবেশী সুন্দরলালের উদ্দেশ্য-সাধন, 'হাড়' গল্পের রায়বাহাদুর এইচ.এল. চ্যাটার্জীর আভিজাত্যখচিত জীবনযাত্রা , হাড়ের গল্প , দুর্ভিক্ষপীড়িত কলকাতার ডাস্টবিন থেকে কুকুরে মানুষে খাদ্য কাড়াকাড়ির প্রতিযোগিতার চিত্র সেদিনের বাংলার সমাজজীবনেরই প্রতিচ্ছবি ।' নীলা' গল্পের শ্রমিক বিরোধ ,' কবর' গল্পের ধনিকশ্রেণীর অত্যাচার , 'তীর্থযাত্রায়' দুর্ভিক্ষপীড়িত গ্রামের মেয়েদের শহরের গণিকা পল্লীতে বিক্রয় করতে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা সেদিনের বাংলাদেশের নৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়েছিল । ' নুচির উপাখ্যানে' চালে কাঁকর মিশিয়ে মুনাফা লুটে নেওয়া , 'নক্রচরিতে' দুর্ভিক্ষের দিনে গোপনে গুদামে চাল মজুত করা ,'দুঃশাসনের' তীব্র বস্ত্র সংকটগ্রস্ত গ্রামের মানুষের অসহায়তা সবই বাংলাদেশের বাস্তব চিত্র ।নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর সমকালীন মানুষের দুর্গতজীবনের চিত্রকেই এই সব গল্পে তুলে ধরেছেন। এই সব গল্পে একদিকে যেমন শোষিত , বঞ্চিত মানুষের অন্তরের হাহাকার প্রতিধ্বনিত হয়েছে , তেমনি সমাজের হৃদয়হীন অর্থপিশাচ মানুষের স্বরূপটি উদ্ঘাটিত হয়েছে । এই সূত্র ধরেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে তাঁর খড়্গ , ডিম , ডিনার ,ভোগবতী

২৩। জগদীশ ভট্টাচার্য্য : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প, সপ্তম মুদ্রণ, ১৩৯৩ , প্রকাশ ভবন , পৃষ্ঠা - ৭ (ভূমিকা)

প্রভৃতি গল্পের আবির্ভাব । বিশ্বযুদ্ধের বিষময় প্রভাবে জনজীবনে নেমে এসেছিল বিরাট বিপর্যয় , সেই সঙ্গে সামাজিক শোষণ , বঞ্চনা , চোরাবাজার , কৃত্রিম খাদ্যাভাব , বস্ত্রসংকট, দুর্ভিক্ষ মৃত্যুমারী আর মানুষের চিরাচরিত সংস্কার এসবের মধ্য দিয়ে সেদিনের বাংলা দেশের চরম অসহায়তার মধ্য থেকে তিনি 'পুষ্করা' , ' ভাঙা চশমা',' ধনুভরী', ' অলিখনিস্তার শেষ খুন' , ' দুঃশাসন' , 'ইজ্জৎ' , নক্রচরিত' ,' সোনালী বাঘ', 'মৃত্যুবান' , ' চক্রব্যূহ' , ' ব্যাধি' প্রভৃতি গল্পের উপাদান আহরণ করেছেন ।
২ স্বাধীনতা সংগ্রাম ও আগস্ট আন্দোলনের পটভূমিকে কেন্দ্র করে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন ' বনজ্যোৎস্না' , ' ইতিহাস' , ' রেকর্ড, ' সীমান্ত' প্রভৃতি গল্প । এইসব গল্পের সাথে তাঁর স্বর্ণমুকুর' (১৩৫২ চৈত্র) , ' সূর্যসীতা' (১৩৫২ শারদীয় গল্পভারতী) উপন্যাসের যোগসূত্র নিবিড় । এ দুটি উপন্যাসে তিনি আগস্ট আন্দোলন ও বিদেশী স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে যুবশক্তির প্রতিরোধকে চিত্রিত করেছেন । এ ছাড়া রাজনৈতিক আদর্শ ও আদর্শ বিচ্যুতিকে উপজীব্য করে তিনি লিখেছেন' চারতলা' , 'অপঘাত' , 'ঘূর্ণি' গল্প । 'একটি শত্রুর কাহিনী', গল্পেও আদর্শ বিচ্যুতির চিত্র ও মানুষের প্রতি ভালোবাসা দুই বিপরীত - ধর্মী চরিত্রসৃষ্টির চর্চায়ে অভ্যুত্থান করেছে ।

১৯৪৬ সালে শুধু কলকাতার বুকেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধেনি , স্বাধীনতার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী দিনগুলিতেও এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাংলার জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল । এই পটভূমিতে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা গল্পগুলি হল' উস্তাদ মেহের খাঁ' , "ইজ্জৎ' , ' অপঘাত' , ' তিতির' প্রভৃতি গল্প । দেশ বিভাগের ফলে কলকাতায়, উত্তর বঙ্গের ক্যাম্পে পূর্বপাকিস্তান থেকে হাজার হাজার মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে এসেছেন । এই উদ্বাস্তু সমস্যার পটভূমিতে লেখা হয়েছে তাঁর ' ভাটিয়ালী' , ' গাছের সারি' , 'আবাদ' ,' অধিকার', ' দরজা' , ' দোসর' , ' সওদা' ,' রাত্রিযামিনী' গল্প । স্বাধীনোত্তর বাংলাদেশের মাটিতে মহাজনী শোষণ , তেভাগা আন্দোলন , মালিক-শ্রমিক বিরোধকে প্রতিফলিত করে লিখেছেন' কদুক' , ' জন্মভূমি', ' নীলা' ,'নেতার জন্ম', 'তুণ' , ' সীমান্ত' , ' প্রাকটিস' গল্প । এই ধরনের গল্পগুলি যখন তিনি লিখেছেন

তখন পাশাপাশি অনেক উপন্যাসও লিখেছেন । সেই সব উপন্যাসের বিষয়বস্তু থেকে তিনি অনেক সময় ছোটগল্প রচনার উপাদান আহরণ করেছেন । 'উপনিবেশ' উপন্যাসের মহাজন ও মজুতদারদের বিরুদ্ধে মানুষের বিদ্রোহ' অবাদ' , ' অধিকার' , ' রুদ্র' গল্পে প্রতিধ্বনিত হয়েছে । ' সম্রাট ও শ্রেষ্ঠীর জমিদার ও প্রজার দ্বন্দ্ব এ কালের দোর্দণ্ড প্রতাপ জমিদার বংশের শেষ প্রতিনিধি বিশ্বনাথ ও বণিক নানা হরিশরনের মধ্যে সংঘাত ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জমিদারি সমাজের শোষিত , দরিদ্র শ্রেণীর সাথে যোগ দিয়ে শ্রেষ্ঠীর আধিপত্যকে অবদমিত করেছে ঠিকই , কিন্তু এরই মধ্য দিয়ে জমিদার শ্রেণীর ধ্বংসের চিত্রটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের " ডাকি' গল্পের জমিদার [illegible] রায় এই করিলেই তাঁর আধুনিক বস্তুবাদী পুত্র মণীন্দ্রর কাছে পরাজিত হয়েছেন । আবার 'সৈনিক' গল্পের জমিদার চন্দ্র চৌধুরীর পুত্র ইতিহাসের এম.এ ইন্দ্র চৌধুরীর শেষ দম্ভটুকু পালগাঁয়ের টিলায় আশ্রিত সাঁওতালদের আক্রমণের মধ্য দিয়ে নিঃশেষিত হয়েছে । 'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠীর ভূমিকায় লেখক বলেছেন :" দুপুরের রৌদ্রে বরেন্দ্রভূমির রুক্ষ রিক্ত প্রান্তরের ভেতর দিয়ে বাস-এ করে আসছিলাম । সেই দ্রুতগতির মুখেই পাশাপাশি নবীপুর আর কুমারদহকে চোখে পড়েছিল । বাস্তবে এই দুখানি গ্রামের নাম অবশ্য স্বতন্ত্র , কিন্তু কাহিনীর প্রয়োজনেই আমি এদের নতুন নামকরণ করেছি ।"[২৪] বরেন্দ্রভূমির এই গ্রামই কুমারদহ নামে ' সৈনিক' গল্পে এবং ' সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী' উপন্যাসে উপস্থিত হয়েছে । অস্তাচলগামী জমিদার তন্ত্রের শেষ কিরণটুকুই এই গল্প ও উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে । 'রাজপুত্র' ও 'রানীরগল্প' এই ছায়াতেই রচিত হয়েছে । পরবর্তী কালে এই ছোটগল্পগুলির বিষয়ই তার ' লালমাটি' উপন্যাসের উপাদান হিসাবে কাজ করেছে ।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অত্যন্ত প্রিয়বিষয় ছিল ইতিহাস । কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ইতিহাস নিয়েই পড়বেন স্থির করেছিলেন , কিন্তু পরবর্তীতে 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য' নিয়ে পড়াশুনা করেন । তাঁর ইতিহাসের প্রতি আকর্ষণই ফুটে উঠেছে তাঁর অনেক উপন্যাসে ও গল্পে । এদিক থেকে তিনি ইতিহাস সচেতন লেখক । ' লালমাটি' , ও' পদসঞ্চার' উপন্যাসে ছড়িয়ে আছে ঐতিহাসিক উপাদান । ' লালমাটির' পরিসমাপ্তিতে

২৪। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী ১ (সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী, ভূমিকা) , ২য় মুদ্রণ ১৩৮৮ , মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স , পৃষ্ঠা - ২১৬

এস লেখক বলেন -

''লালমাটি ।

আমার মা । অনেক ইতিহাসের রক্ত-সূর্যের সীমন্তিনী তুমি - অনেক প্রাণ-সাধনায় তুমি মহা ভৈরবী । আজও তোমার সাধনা শেষ হয় নি, আজও গৈরিক মাটিতে তোমার রুদ্ধ দীর্ঘশ্বাস আজও কালবৈশাখীর ঝড় দিয়ে ফিরে উড়ে চলেছে তোমার ছিন্নভিন্ন ইতিহাসের পাণ্ডুলিপি ।

কিন্তু আমরা আজ এসেছি । আমাদের হাতে নতুন ইতিহাসের লেখনী তলোয়ার হয়ে জ্বলছে, আমাদের বুকে আমরা বয়ে এনেছি রুকনপুরের নির্বাপিত দীপস্তম্ভের শেষ শিখা ।

আমার জন্মভূমি - আমার লালমাটি । আমাদের রক্ত-দামামার তালে তালে, তোমার রাঙা টিলার চূড়ায় চূড়ায় আজ নবযুগের গর্বিত পদধ্বনি ।''[২৫]

এক্ষেত্রে তাঁর 'ইতিহাস' গল্পের অমরেশের ঐতিহাসিক আদর্শই যেন অন্যভাবে প্রতিধ্বনিত হয় । 'ইতিহাস' গল্পটি সম্পর্কে আশাদেবী বলেছেন - ''ইতিহাস গল্পটি ক্যালকেমিকো কর্তৃক আয়োজিত এবং শ্রদ্ধেয় নরেন্দ্র দেব ও রাধারাণী দেবীর সম্পাদনায় কথা শিল্প নামক গল্প সংকলনে সংকলিত হয় । এই গল্পটি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কর্তৃক শ্রেষ্ঠ ছোট গল্পের জন্য ঘোষিত এক হাজার টাকার এক প্রতিযোগিতায় বিপুল ভোটাধিক্যে প্রথম স্থান লাভ করে ।''[২৬] এই প্রতিযোগিতায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ও অংশ গ্রহণ করেছিলেন । এ প্রসঙ্গে তারাশঙ্করের উক্তি, ''ছোটগল্পে শিল্পী হিসাবে বোধকরি তিনি অতি সুনিপুণ । তাঁর কাছে গল্প প্রতিযোগিতায় একবার আমরা সকলেই পরাজিত হয়েছিলাম । প্রতিযোগিতাটি পরিচালনা করেছিলেন শ্রদ্ধেয় নরেন্দ্র দেব ।''[২৭]

২৫। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : রচনাবলী -৪ (লালমাটি), ১৩৯০, ২য় মুদ্রণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা - ৩৭১

২৬। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : রচনাবলী-৩ (গ্রন্থ পরিচয়), ৩৮১, ২য় মুদ্রণ। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা - ৫১০

২৭। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : কালি ও কলম (নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়), ৪র্থ সংখ্যা, ৪র্থ বর্ষ, অগ্রহায়ণ ১৩৭৭ পৃষ্ঠা - ৪৬১

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রকৃতি প্রেমিক লেখক ছিলেন । উত্তরবঙ্গের টেরাই - ডুয়ার্সের পাহাড় , বনজঙ্গল ঘেরা অঞ্চলে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন । ঘুরেছেন দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলার অনেক চা বাগানে । দার্জিলিং ,কার্শিয়াং এর নাম ও ঐ সব স্থানের বিভিন্ন চিত্র তাঁর গল্পে উপস্থিত হয়েছে । আশাদেবী বলেছেন , "বেড়াতে ভালোবাসতেন হিমালয় - তরাই -ডুয়ার্স অঞ্চলে , তাই ওঁর সাহিত্যে এরাও যেন তেমনি করে সৌন্দর্যের পসরা সাজিয়ে বসেছে । চা-বাগান দেখতে এবং ওখানে বেড়াবার আকর্ষণ ওঁর কাছে অত্যন্ত প্রবল ছিল ।"[২৮] এই সময়ে তিনি তিস্তা , জলঢাকা , মহানন্দা পারের মানুষের বিচিত্র জীবনের সঙ্গে মাঝে মাঝে একাত্ম হয়েছিলেন । তাই উত্তরবঙ্গের পটভূমিকে আশ্রয় করে তাঁর 'টোপ' , ' বনজ্যোৎস্না' , ' জন্তব' , ' কান্ডারী' , 'ধূম' , ' তাম' , 'কুয়াশা' , 'কালনেমি' , ' বীরভোগ্যা' , ' দীর্ঘনিশ্বাস' , ' অধিকার' , রায়সিং ঘাটে এবং আজিজুল , ' সমবেদনা' , 'রাজপুত্র' , ' সেই পাখিটা' প্রভৃতি গল্পের উদ্ভব । 'কালনেমি' গল্পে ১৯৪৭ এর ১৫ ই আগস্ট দেশ স্বাধীন হয়েছে , কিন্তু স্বাধীন ভারতে চায়ের ব্যবসা বিপজ্জনক হবে মনে করে সাহেবরা ধনরাজ গুরুংকে ক্ষেপিয়ে বাঙালীবাবুদের উপর আক্রমণ চালান । ধনরাজ কুলীদের নিয়ে বাঙালীবাবুদের আক্রমণ করেছে , কিন্তু মাতাল অবস্থায় দলবল নিয়ে আস্ফালনো সাহেবরাই বাংলো দখল করে নেয় । এ গল্পে ধনরাজ গুরুং এর মুখে উচ্চারিত ' গুর্খাল্যান্ড অর গুর্খা পিপল' স্লোগানের মধ্যে আজকের গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের বীজ লুকিয়েছিল । ইংরাজদের উস্কানিতেই যে এই আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল তা আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় টের পেয়েছিলেন ।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় খুব ভ্রমণ বিলাসীছিলেন । পুরী , ভুবনেশ্বর , ওয়াল - টেয়ার , রাজগির , নালন্দা , শিমলা , নৈনিতাল , কৌশাম্বী , রাণীক্ষেত প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করেছেন । তাঁর এই ভ্রমণের অভিজ্ঞতা থেকেই রচনা করেছেন' শিল্পী' ,'ফলশ্রুতি' গল্প । তিনি শিকার করতেও ভালোবাসতেন । তাঁর বড় জামাইবাবু শরৎ ব্যানার্জির ছোট ভাই বন্ধুপ্রতিম নিমাই ব্যানার্জীর সঙ্গে তিনি মাঝে মাঝে শিকার করতে বেরোতেন । সেই অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি লিখেছেন' বনতুলসী' , 'হাঁস' গল্প ।

২৮। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী - ৩ (গ্রন্থ পরিচয়) ১৩৮৯ ২য় মুদ্রণ , মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স , পৃষ্ঠা - ৮০৯

'একটি জেররাত্রি' গল্পটি লিখেছেন নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ নাটকের পান্ডুলিপি প্রসঙ্গে। দীনবন্ধু মিত্র ডাক বিভাগে ইনস্পেকটিং পোস্টমাস্টারের পদে চাকরী করতেন। তিনি ঢাকায় চাকরী করার সময়ই নীল দর্পণ লেখেন। তিনি তাঁর সদ্যসমাপ্ত এই নাটকের পান্ডুলিপি নিয়ে মেঘনা পাড়ি দিচ্ছিলেন এমন সময় নৌকোর তলার পাটাতন খসে নৌকোতে জল প্রবেশ করায় মেঘনার অতল সলিল গর্ভে ডুবে যাচ্ছিলেন দীনবন্ধু ও তাঁর শিল্প। চোখের জল আর বুকের রক্ত মিশিয়ে শোষণ আর নির্দয়তার অবিশ্বাস্য রূপ দেখে তিনি বেদনার্জর নাটকের পান্ডুলিপি রচনা করেছিলেন। তাই শিল্পকে বাঁচানোর জন্য প্রবর মাঝিকে বললেন, পাগড়ী বেঁধে পান্ডুলিপিটিকে কোন ডাকঘরে তার নাম করে পাঠিয়ে দিতে। তাহলে ডেপুটি বঙ্কিমের হাতে তা পৌঁছুবে। শেষ পর্যন্ত একটি বড় নৌকো এসে তাদের সকলকে উদ্ধার করে। বেঁচে যায় শিল্প ও শিল্পী উভয়েই।

'নতুন গান' বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে লেখা গল্প। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় শৈশবে তাঁর মাকে হারিয়েছিলেন। 'পুরনো', 'আমার মান্র গলা', ভাটিয়ালী গল্পে তাঁর মায়ের কথাই যেন নানাভাবে তুলে ধরেছেন। এ ছাড়া 'প্রদীপ ও প্রজাপতি' গল্পের দিদীমা, টুনুবৌদি, 'রাঙামাসিমা' গল্পের রাঙা মাসিমা, 'তমস্বিনী' গল্পের পারুল কাকিমার প্রসঙ্গে গল্পের উত্তম পুরুষটিতে লেখক নিজেকেই যেন উপস্থাপিত করেছেন। তা ছাড়া উত্তম পুরুষের জবানীতে লেখা গল্পের রঞ্জন ও সুকুমার চরিত্রে তাঁর নিজেরই ছায়া আছে। 'আলেয়ার রাত' গল্পে ও তিনি নিজেকেই প্রকাশ করেছেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'শ্বেতকমল', 'বাইশে শ্রাবণ' ও 'মাননীয় পরীক্ষক মহাশয় সমীপেষু' গল্পগুলি শিক্ষকতা জীবনে দুর্গত ছাত্রদের প্রতি তার স্নেহ ও ভালোবাসা থেকে জাত। 'বাইশে শ্রাবণ' গল্পটি সম্পর্কে আশা দেবী বলেছেন, "'বাইশে শ্রাবণ' গল্পটি একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গল্প। শিক্ষকতা জীবনে ছাত্রছাত্রীদের দুর্গত জীবনের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ও ভালোবাসার নিদর্শন।"[২১]

সামাজিক, রাজনৈতিক জীবন যেমন তাঁর গল্পে উপস্থাপিত করেছেন, তেমনি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রোমান্টিক চেতনা নিয়ে লিখেছেন অনেক গল্প। এইসব গল্পে

২১। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : রচনাবলী - ৪ (গ্রন্থ পরিচয়), অগ্রহায়ণ, ২য় মুদ্রণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা - ৫৭৩

নরনারীর প্রেম, মনস্তত্ত্ব, দাম্পত্য জীবনের সমস্যা প্রভৃতি নানা বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করেছেন। এই শ্রেণীর গল্প রচনায় তাঁর লেখক প্রকৃতি, কল্পনাশক্তিই প্রেরণা হিসাবে কাজ করেছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রথমে কবি ছিলেন, পরে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের আগ্রহে তিনি কবিতা ছেড়ে গল্পের আসরে নেমে আসেন এবং ছোটগল্প ও উপন্যাসে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। তাঁর গল্পে আছে কবিত্বের স্পর্শ। কবিতা আর গল্প মাঝে মাঝে এক হয়ে গেছে। 'আলেয়ার রাত', 'জীবানু', 'বৃষ্টি', 'দুর্ঘটনা', 'অনেক বেশী আকাশ', 'লজ্জা', 'শুভক্ষণ' 'নকল', 'চায়ের বিকেল', 'মদন ভস্ম', 'মাধ্যাকর্ষণ', 'গন্ধরাজ', 'হয়তো', 'ঘৃণা', 'দায় মোচন', 'মহলা', 'ছায়াসঙ্গিনী' প্রভৃতি গল্প রোমান্টিক অনুভূতি থেকেই তিনি রচনা করেছেন। এ ছাড়া কিছু গল্পে এসেছে নগর কলকাতার বিচিত্র জীবনাভিজ্ঞতার চিত্র। দারিদ্র্য, লোভ, মোহ, স্বার্থপরতা, প্রতারণা। শঠতা, মধ্যবিত্তের আত্মমর্যাদা বোধ, নরনারীর অন্তরের শূন্য প্রেম, পারস্পরিক অবিশ্বাস এই সব সমস্যা জিনিষকে গল্পের উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেছেন তিনি। 'সঞ্চার', 'গোত্র', 'হলদে চিঠি', 'পিতরি', 'কেয়া', 'প্রপাত', 'ইন্টারভিউ', বাইশে শ্রাবণ' প্রভৃতি গল্পে এই চিত্রই ফুটে উঠেছে।